R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল্ল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডোলকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

১৫ই আগষ্ট স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র সংবলিত

জঙ্গিপুর বিত্থালয়ের প্রধান শিক্ষক আহূত সাংবাদিক সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই আগষ্ট—জঙ্গিপুর বিত্থালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশৈলেয়ীরঞ্জন নাথ মহাশয় আজ এক স্থানীয় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, তিনি শীঘ্রই সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। সম্মেলনে জঙ্গিপুর সংবাদ, বাণীকণ্ঠ, ক্ষণিকা এবং ঝড় পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। তবে গত ১লা আগষ্ট কয়েকজন শিক্ষকের উত্তেজনা-পূর্ণ কথাবার্ত্তায় তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ঐ দিনই তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন। তিনিও চান যে শিক্ষকরা মাস পয়লা তাঁদের বেতন পান। কিন্তু সেদিন অন্যান্য কাজ (যেমন অডিটিং, ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদি) ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, এ্যাডভান্স সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ছিল না বলেই বেতন দিতে অস্বীকৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে, শিক্ষকরা যদি সেদিন তাঁর সাথে সহযোগিতা করতেন তাহলে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারতো না। অডিটারকে পাশ-বই চাইলে তিনি নিশ্চয়ই তা দিতেন কিন্তু করণিক শম্ভুবাবুর গাফিলতির জন্যই সেদিন টাকা তুলতে দেরী হয়ে যায়। ৪ঠা আগষ্ট ছাত্রেরা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে সত্যবাবুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে—এ কথা স্বীকার করে শ্রীনাথ বলেন যে, তিনি ঐ সমস্ত ছাত্রদের সত্যবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করলে তারা পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। পরে তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্যদের কাছে ক্ষমা চাওয়াতে গেলে শিক্ষক শ্রীমানিকলাল দাস মহাশয় কর্ত্তৃক "ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি খেলছেন" এই খেতাবে ভূষিত হন। চারজন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ছাত্ররা তাঁর কাছে এবং শিক্ষকরা সম্পাদকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ওয়ার্ণিং দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। কয়েকজন ছাত্রের জরিমানা মকুবের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, সেটা মানবিকতার ব্যাপার। গরীব ছাত্রদের জরিমানা মাঝে মাঝে মকুব করতে হয় বৈকি! পোষ্টার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দেখামাত্র সেগুলি তুলে ফেলার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। বিত্থালয়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রকাশিত আবেদন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "সম্পূর্ণ সত্য নয়।"

মদ-মস্তভায়

সাগরদীঘি, ৮ই আগষ্ট—মদ বিক্রীর দোকানের সাথে আবগারী বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টরদের কিছু কিছু প্রাপ্তিযোগ বোধ হয় প্রতি মাসে মাসোহারা হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি ঐ মাসোহারায় বাদ সেধেছেন বোখারা গ্রামের দেশী মদের দোকানদার শ্রীঅজিতকুমার সাহা।

আবগারী বিভাগের জঙ্গিপুর সার্কেলের সহকারী পরিদর্শক শ্রীএস, মৈত্র গত মার্চ্চ মাস হতে শ্রীসাহার দোকানে এসে প্রতি মাসে নব্বই টাকা হিসাবে মাসোহারা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু শ্রীসাহা তাঁর কথায় রাজী না হওয়ায় বিপত্তি ঘটে। উক্ত পরিদর্শক গত ৯।৭।৭৩ সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ হতে রাত্রি ৮-৪০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীসাহার দোকান পরিদর্শন করে চার বোতল মদ পরীক্ষা করার জন্য গ্রহণ করেন এবং প্রতি মাসে তাঁকে নব্বই টাকা নজরানা না দিলে শ্রীসাহা কিভাবে দোকান চালান দেখা যাবে বলে শাসান। ঐ সময় ৫।৬ জন লোক দোকানে পরিদর্শক শ্রীমৈত্রের উগ্রমূর্ত্তি এবং শাসনভঙ্গিতে স্তম্ভিত হন।

এর পর শ্রীসাহা ঘটনাটি আবগারী জেলা সুপার, জেলা-সমাহর্ত্তা, অতিরিক্ত জেলা-সমাহর্ত্তার নিকট গত ১১।৭।৭৩ জানান। তার ফলে আবগারী জেলা সুপার তাঁর ১৬।৭।৭৩ তারিখের ১৩৮৫ ই নং পত্রে শ্রীসাহাকে সাক্ষী সবুদসহ ১৮।৭।৭৩ রেঞ্জ ইন্‌স্‌পেক্টরের এজলাসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। সাক্ষিগণসহ শ্রীসাহা ঐ দিন উপস্থিত হয়ে শ্রীমৈত্রের বিরুদ্ধে মাসোহারা বরাদ্দের কথা, শাসন-গর্জন প্রভৃতির কথা আদালতে প্রমাণ করেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমৈত্র ছুটিতে আছেন। আবগারী জেলা সুপার এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন এখনও জানা যায়নি।

স্বাধীনতা উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ—আজ ১৫ই আগষ্ট উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ হ'তে প্রভাতফেরী বের করা হয়। জঙ্গিপুর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পরিচালনায় ও যুবক সংঘের সহযোগিতায় আজ সারাদিনব্যাপী এক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বিকেল তিনটেয় স্থানীয় তুলসীবিহার বাটীতে আলোচনা সভা "ভারতের গণতন্ত্রের পঁচিশ বৎসর ও পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের অগ্রগতি"। বিকেলে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব শিশুদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বলে জানা গেল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি : ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ ১৫ই আগষ্টের কড়চা ॥

পনেরই আগষ্ট; বড় পবিত্র দিন; ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়াছে এই দিনটিতে। সংগ্রামী স্বাধীনতার পূজারীদের মহা-ত্যাগের পূর্ণতা ঘটিয়াছে এই দিনে। যাঁহারা 'উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'-আশায় জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়াছিলেন, সেই সব পবিত্র আত্মার স্মৃতিতর্পণের দিন ১৫ই আগষ্ট। তাঁহারা জানিতেন রক্তের মূল্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জনে যে দুঃখের দহন, তাহার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু কার্যতঃ স্বাধীনতা আসিয়াছিল আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে।

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র শৈশব কাটাইয়া আজ পূর্ণ-যৌবনপথে উপনীত হইলেও রাষ্ট্রদেহের অঙ্গে অঙ্গে অপুষ্টির লক্ষণ; যৌবন-উচ্ছলতায় ভরিয়া উঠে নাই। বন্যা, খরা, উদ্বাস্তুসমস্যা প্রভৃতি আধিদৈবিক জ্বালায় জর্জরিত ভারত। ইহাদের প্রতিকার হইতে না হইতেই জটিল আধিভৌতিক উপদ্রব রাষ্ট্রদেহকে বার বার আঘাত দিয়া বিব্রত করিতেছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও লক্ষ লক্ষ বেকারের হতাশা বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জাতিগঠনের প্রধান লক্ষণ যে গণ-চেতনা (মিছিল-শ্লোগান-ঝাণ্ডা আস্ফালনই তাহার প্রমাণ নয়), নৈতিক ত্রুটির জন্য দেশ তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। দেশের সর্বত্র শাসক-কুল, কালোবাজারী-মজুতদার এবং সাধারণ মানুষের ত্রিবেণীসঙ্গম প্রথম শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আচ্ছন্নভাব বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরিমেয় লোভের স্বীকার হইয়া পড়িয়াছে শেষোক্ত শ্রেণী। রাজ্যে রাজ্যে শাসকদলে ক্ষমতার লড়াইয়ে ন্যক্কারজনক প্রবৃত্তি—মন্ত্রিত্বের পতন—রাষ্ট্রপতির শাসন। স্বাধীনতার বীরসৈনিকদের তাম্রপত্রদানের মত সৎকর্ম কর ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সংযমহীনতায় ম্লান হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের আরও জ্বালা। খাদ্য-পরিধেয়-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চরম অব্যবস্থা। ফাটকাবাজদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন এবং স্বার্থসিদ্ধিতে সরকারী মস্তক কণ্ডূয়ন; তদুপরি ভুষি-ডালের নয়া হালের ফলশ্রুতি পদত্যাগ ও মন্ত্রীবদল। রাজ্যে প্রবীণ-নবীন কংগ্রেসসেবীরা সর্বনাশা ঠাণ্ডা-লড়াইয়ে মত্ত; এক-পক্ষ অন্যপক্ষকে পর্যুদস্ত করিতে তৎপর এবং তাহারই উল্লাসে মশগুল। এবারের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে এইগুলি পটভূমিকা। আর সেই অবস্থাতেই নানা নেতার নানা কথা শুনা যাইতেছে রেডিয়োয়, সভা-সমিতিতে। সেই সনাতনী ত্যাগ-স্বীকারের বাণী। দেশের নানা সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইবে।

ফলতঃ জাতীয় চরিত্র গঠন ভিন্ন কল্যাণের পথ বহুদূরে। সেইজন্য যেমন একদিকে চাই সর্বস্তরের মানুষের পারস্পরিক মমত্ববোধ; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারী উদ্যোগে সুপরিকল্পিত ব্যাপক কর্মসূচী। রাষ্ট্রপতি ভবনেই হউক, আর রাইটার্স বিল্ডিংসেই হউক, সরকারী ঠাট-জোলুষ বজায় রাখায় তাহা সম্ভব হইবে না। কেন না, বৃথা বাগ্‌বিন্যাসের দ্বারা ১৫ই আগষ্টের খোলস লইয়া নাড়াচাড়া করা যায়, জনচিত্ত তাহাতে প্রভাবিত করা যায় না।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ইংরাজ কি দিয়া গিয়াছে?

পুরাতনী হিসাবে বর্ত্তমান সংখ্যায় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) মহাশয়ের উপরিউক্ত শিরোনামাযুক্ত রচনাটি প্রকাশ করা হল।

—সম্পাদক

ইংরাজ যাইবার সময় দিয়া গিয়াছে এক ঘুণ খেকো শাসনযন্ত্র—যার প্রত্যেকটী কল কব্জা দুর্নীতি-রূপ মরিচা ধরা। দেশে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে—কালাবাজার ও কালাবাজারী। লোকের মধ্যে এমন প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া গিয়াছে—যে মানুষ হইয়া মানুষের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া নরহত্যা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আর পাপ বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজ আমলের আইন, আইন সভা, বিচারক, পুলিশ সবই অটুট আছে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট হইতে শাসনযন্ত্রের যাবতীয় যন্ত্রী কি এত দিনের অভ্যস্ত স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে! তাহারা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। কাজেই যে দুর্নীতি ছিল তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আজ শাসনযন্ত্র পরিচালক কংগ্রেস সম্প্রদায় ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া যে কেলেঙ্কারী করিতেছে, তাহা দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি—ইংরাজ আমলে যে সব হুজুর ছিলেন, তাঁহারা তো আছেনই তার উপর খুদে কংগ্রেসী হুজুররাও দেশের মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বড় বড় কংগ্রেসীরা মোটা মোটা লাভের কার্য্য হস্তগত করিয়া বেশ **অর্থ** উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া গেঁয়ো কংগ্রেসীরা আদালতের পানের দোকান বন্দোবস্ত, পারমিট বিলি, ভাই ভাইপো-ভাগনের নামে রেশনের দোকান ইত্যাদি লইয়া বেশ মান সম্মানের সঙ্গে স্বার্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপরে মন্ত্রী মহলে ইহাদের চরকাতুত ভাই বা জেলখানাতুত দাদা থাকায় তাহার দোহাই দিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের বদলীর মালিক বা এক স্থানে বহু দিন চাকরী করিবার সুযোগ দিবার মালিক হইয়াও বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ফলে পরাধীনতার আমল হইতে এখন দুর্নীতির বহরটা খুব বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও আমরা যাত্রার দলের কুবেরের ভূমিকা অভিনয়কারী পনর টাকা মাহিনার অভিনেতার মত আজ পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়াও যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই "মানিকের থানিক" বলিয়া আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ ছাড়িব না।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১/৪/১৩৫৭ ইং ১৬/৮/১৯৫০

যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন না—

(৩) ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭২), পিতা স্বর্গীয় কৈলাসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং পোপাড়া, পোঃ সাগরদীঘি, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে লালগোলায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় তিনি অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ১০ই মার্চ্চ বক্রেশ্বর মেলায় অবস্থান করতে গিয়ে ৪(১) ধারার ২য় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নির্দ্দেশে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। এর পর ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবে যোগ দেন এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পান। তিনি নিজে একজন চিকিৎসক এবং আগের মত এখনও জন-হিতকর কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। পেনশন এবং তাম্রপত্রের জন্য সরকারী নীতি ঘোষিত হবার পর অনেক আবেদন-নিবেদন করেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে তাঁর বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনুরূপ কোন সরকারী স্বীকৃতি পান নি।

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ : মুর্শিদাবাদ

ভাগীরথী তীরবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত সুদৃশ্য কলেজ ভবন। প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, কলা, বাণিজ্য ও স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি চলছে। দিবা বিভাগে সহ শিক্ষা সহ ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অনার্স আছে। নৈশ বিভাগে বাণিজ্যে এ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স আছে। ছাত্রাবাসের সুবিধা আছে। অভিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী এবং প্রতিটি বিষয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা আছে। ভর্তির জন্যে সত্বর আবেদন করুন।

—অধ্যক্ষ

১৫ই আগষ্ট স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র

স্বাধীনতা ও আমরা

—ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার

শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণর, যাঁকে কংগ্রেসীরা বলতো ছদ্মবেশী কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্টরা বলতো কংগ্রেসের দালাল, তিনি কিন্তু অনেক মূল্যবান কথা বলতেন যাতে কেউ কর্ণপাত করতো না। এক সময় তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ না কেন কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য? তোমাদের হয়ে অপরকে চিন্তা করতে দেবে কেন?' এর অর্থ এই যে যুব সম্প্রদায় চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব কয়েকজন রাজনৈতিক অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেন দায়মুক্ত হয়েছে। বিগত নির্ব্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব যুব সমাজের হাতে গিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধদের বাদ দিয়ে যুবকরা ক্ষমতা হাতে নেবার ফলে অনেকেই আশা করেছিল এবার নতুন কিছু তারা দেখতে পাবে। কিন্তু এরাও যেন সেই পুরাতনীদের কায়দায় কথার পর কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করে, ব্যর্থতার জন্য অপরকে দায়ী করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। নতুন কোনো কিছু করবার ব্যাপারে এদের আড়ষ্টতা ও দ্বিধাগ্রস্ত দুর্ব্বলতা চোখে পড়ে। কিন্তু যৌবনের ধর্ম্ম তো তা নয়? দুঃসাহসিক প্রাণময়তায় সমস্ত দুরন্ত দুস্তর বাধাকে তোড়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যেতেই তো তাদের দেখা যায়। প্লাবনধর্ম্মী যৌবন তো উঁচু নীচু সব কিছুকেই তলিয়ে দিতে চায়।

বিগত মিউনিখ্ অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পর ভারতীয় প্রতিযোগীদের শোচনীয় ব্যর্থতায় দুঃখিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে পঞ্চান্ন কোটি লোকের একটা দেশের পক্ষে এই বিপর্য্যয় সত্যিই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে কেন এই দেউলে ভাব? একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের অনগ্রসরতা ও ব্যর্থতার মূলে রয়েছে বদ্ধমূল এক কমপ্লেক্স বা হীনমন্যতা। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা আমাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়ে পরমুখাপেক্ষী করে ফেলেছে। আগে যা কিছু হত আমরা ইংরেজ শাসকদের দোষ দেখিয়ে বা গুণকীর্তন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। এখনো আমরা সর্ব্ববিষয়ে সরকারকে গালাগাল করেই চুপ করে যাই। স্বাধীনতা লাভের পর ট্রামে বাসে চায়ের দোকানে একমাত্র বুলি শুনতাম "শ্লার গরমেন্ট যা হয়েছে।" 'গরমেন্ট'-কে গালাগাল দিতে পারবার স্বাধীনতাকেই সবাই চরম পাওয়া বলে মনে করলো এবং সরকারও সজ্ঞানে এতে খুশী হয়ে প্রশ্রয় দিয়ে চললো। যা কিছু হোক সব কিছুই সরকার দেখবে, জনসাধারণ শুধুমাত্র তাদের প্রশংসা বা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকবে—এই ব্যবস্থায় বিপুল জনসমাজ পঙ্গু হয়েই থেকে যায়, সরকারী 'কোটারী' মানবজীবনের সব কিছুর অভিভাবক হয়ে বসবার সুযোগ পায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে অবশ্য স্বীকৃত। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একমাত্র সরকারই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অধিকারী এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে রাজনৈতিক নেতাদের আমরা দেবতার আসনে বসিয়েছি; স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখেছি। তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আজও সেই ব্যক্তি পূজাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক দেশনেতা নেহেরু ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানা অবশ্যই প্রয়োজন। একটা বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেবার সংগ্রাম ও স্বাধীন দেশকে সুসংহত করে পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। আজকের দেশনেতারাও নিজেদের আধা-দেবতা বলে চালাবার জন্য ব্যস্ত এবং তাঁদের চেলা-চামুণ্ডারাও দেয়ালে দেয়ালে তাঁদের প্রশস্তি-বচন আলকাতরা দিয়ে লিখে চলেছে। এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না যে বিলেতের শহর গ্রামে দেয়ালে দেয়ালে 'এডওয়ার্ড হীথ যুগ যুগ জিও' কিংবা মার্কিণ মুলুকের কোথাও 'নিক্সন্ যুগ যুগ জিও' বলে লেখা আছে। গণতন্ত্রের পক্ষে এই স্তাবকতার ফল কখনই শুভ হতে পারে না।

আমাদের দেশের মত এত উৎকট রাজনীতি সর্ব্বস্বতাও বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বস্তুই যেন রাজনীতি করা বা রাজনৈতিক হওয়া। সবাইকে কোন না কোন দলের 'সামিল' হবার জন্য আকুল আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং 'সামিল' হলেই জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেও গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। অথচ যে কোনো রাজনৈতিক দলের ভেতরকার চেহারা মানুষের বিশ্বাস জাগাবার মত নয়। অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে দলের ভেতরকার গ্রুপগুলি তাদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করছে এবং অনেক সময় আলাদা দল খুলে বসে কোনো ব্যক্তিবিশেষের 'দেশসেবা' করবার সুযোগ করে দিচ্ছে। মোট কথা আমরা যতই গলাবাজি করি না কেন ছাব্বিশ বছর স্বাধীনতা ভোগ করবার পরও আমাদের রাজনৈতিক নাবালকত্ব ঘোচেনি এবং রাজনৈতিক সচেতনতাও আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে মনে করবার কারণ নেই। রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণস্বরূপ অন্তর্দলীয় ও উপদলীয়

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

লহ প্রণাম

—প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

কেউ জানে না তাদের……কোনদিন তাদের নাম ওঠেনি কোন খবরের কাগজে……কোনদিন কোন ফটোগ্রাফার ছবি তোলেনি তাদের জন্য। তাদের স্মরণ করে কেউ পালন করেনি জন্ম মৃত্যু তিথি।

জগতের কোন ইতিহাসে থাকে না তাদের নাম লেখা। জাতির মহাবিস্মৃতির অন্ধকারে তারা জন্মায়, চিরবিস্মৃতির অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে যায়।

অথচ আমি দেখেছি তাদেরই পিঠে পড়েছে পুলিশের লাঠি……তাদেরই বুকে লেগেছে প্রথম বুলেট, তাদেরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। তাদেরই হাতের বজ্রমুষ্টি থেকে লবণ কেড়ে নিতে দানব পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। এগিয়ে গিয়েছিলে বলে তুমি আজ অগ্রণী। সৈন্যরা চলেছে সংগ্রামে এগিয়ে। পেছনে কারা ম্লান মুখে রইলো দাঁড়িয়ে? কেউ বা জোর করে হাসতে চেষ্টা করে কান্নায় পড়ল ভেঙ্গে? আমি দেখেছি তাদের কারুর কোল থেকে চলে গিয়েছে একমাত্র পুত্র। কারও পাশ থেকে সরে গিয়েছে চিরজীবনের মত তার স্বামী। দিনের পর দিন দ্বীপান্তরের পানে চেয়ে ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছে তাদের চোখের দৃষ্টি। উপবাসে মাটিতে বুক দিয়ে কাটিয়েছে দিন। তাদেরই ঘর খালি করে ভরে উঠেছে স্বাধীনতার সংগ্রাম পাত্র।

তুমি আমি জল পাব বলে তারা নিয়ে গিয়েছে শুধু তৃষ্ণা। তুমি আমি অন্ন পাব বলে তারা নিরন্ন মরেছে দলে দলে। তোমার আকাশে সূর্য্য উঠবে বলে তারা জেগে গিয়েছে অমাবস্যার রাত।

হে নূতন যাত্রী, একবার নতমস্তকে দাঁড়িয়ে তাদের স্মরণ করো। যাদের স্মৃতিচিহ্নের কোন চিহ্ন নেই, নিঃশেষে যারা মরে গিয়েছে, দু'ফোঁটা চোখের জলে তাদের শ্রদ্ধা জানাও।

যে মাটিতে পা ফেলে চলেছ, মনে থাকে যেন, তার ধূলোতে মিলিয়ে আছে তাদের দেহাস্থিচূর্ণ।

হে নামহীন
হে সাধারণ
হে বিস্মৃত

আজকে স্বাধীনতা দিবসের এই শুভলগ্নে, অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর অন্ততঃ একজনের প্রণাম গ্রহণ করো।

২৬তম স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে

—নুরুল ইস্‌লাম মোল্লা

মুণ্ডিত মস্তক। খালি-গা। মালকোঁচা মেরে হাঁটুর উপর কাপড় পরা। বুকের পাঁজরায় ভাঁজ দেখা যায়। অথচ দু'চোখে গোল চশমার ফ্রেমের ভেতর তীব্র তীক্ষ্ণ নয়নমণি। হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি। আর শূন্য প্রান্তরের মাঝে লম্বিত পদক্ষেপ। নিকষ কালো পাথুরে মূর্তি।

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে উচ্চমঞ্চে স্থাপিত মূর্তির নীচ দিয়ে হাঁটছিলাম। মূর্তির মাথায় একটা কাকের বাসা। মিশকালো পাথুরে দেহে স্থানে স্থানে বায়স বিষ্ঠার শ্বেতচন্দন ছিটানো। মঞ্চের নীচে চতুষ্কোণ রেলিং-এর ঘেরার পাশে থমকে দাঁড়ালাম। একটা অন্ধ ভিখিরী মেয়ে বসে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার যথাসম্ভব কাতরোক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে। পাশ দিয়ে একটা ট্রাম চলে গেল। বড্ডো খালি ট্রামটা। কারণ এখন দুপুর। আর চোখের সামনে মহাত্মা ডাণ্ডি অভিযানে চলেছেন। অথচ এটা ১৯৩০ নয়। ১৯৭৩-এর ১৪ই আগষ্ট।

জানি আগামী কাল প্রভাতে ঠিক এই মূর্তির নীচে বসবে চরখার বিলাসী আসর, সূত্র যজ্ঞের আড়ম্বর (যদিও সুতোর অভাবে তাঁত বন্ধ, তাঁতীরা আত্মাহুতি দিচ্ছে)। অথবা ধূপ, ধুনো, চন্দন, পুষ্পমাল্য ও ত্রিবর্ণের আলপনা। বন্দেমাতরম, মহাত্মাজী কি জয়, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হবে। আর 'চেম্বার অব কমার্সে'র কোনো বিশেষ সভায় শোনা যাবে ছাব্বিশ যৌবন-পুষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনৈক উপমন্ত্রীর সদম্ভ ঘোষণা: 'সমাজতন্ত্রের গতি কেউ রুখতে পারবে না।'

হঠাৎ মনে হোল মহাত্মাজীও গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে বলেছিলেন: স্বরাজের গতি কেউ রুখতে পারবে না। আর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইনষ্টোন চার্চিল নাক সিঁটকেছিলেন এই 'হাফ নেকেড ফকিরে'র ঔদ্ধত্য দেখে। অথচ ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে উঠেছিলেন ঠিকই।

কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পর মহাত্মার মানস-পুত্র পণ্ডিত নেহেরু প্রধান মন্ত্রিত্বের নবজাগ্রত চেতনা নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: কালোবাজারী আর মুনাফাখোরদের ধরে ধরে ল্যাম্পপোষ্টে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। চকিত বিস্ময়ে এখনও ল্যাম্পপোষ্টের দিকে তাকিয়ে দেখি সেগুলি অদ্যাবধি শূন্য। অবশ্য পণ্ডিতজী চলে গিয়েছেন। কিন্তু কালোবাজারী আর মুনাফাখোরদের মেদহীন ভুঁড়িগুলো স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে। এবং পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে মহাত্মার মূর্তি আজো হেঁটে চলেছে।

অথচ 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য' পণ্ডিতজী তনয়া 'প্রিয়দর্শিনী' 'গরিবী হঠানো'র শ্লোগান দিয়ে চলেছেন ক্রমাগত। মাঝে চার চারটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খতম। অবশ্য গরিব নিশ্চিত হঠেই চলেছে। কারণ তার মেরুদণ্ড ভাংছে। মুদ্রাস্ফীতি আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গরিবকে এবার নিঃশেষ করবেই। আর মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিদেশ ভ্রমণের খরচা বেড়েই চলবে। কারণ প্রথম পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত মাত্র তিন কোটি বেকার বেড়েছে। আর দেশে সবুজ বিপ্লব করেও চাল-ডাল-তেলের দাম নাগালের বাইরে যাচ্ছে। কারণ গত এক বছরেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা ২৪ ভাগ, ভোজ্য তেল ৬০%, শিল্পের কাঁচামাল ৫২%, মাছ-মাংস-ডিম ৩৫%, আর শাক-সব্জি ৩২%। অথচ ১৯৬৯-৭০-এ পুঁজিপতিরা মুনাফা করেছিল ৪৫ কোটি টাকা। আর ১৯৭০-৭১-এ ৭৭ কোটি টাকা। এবং দেশের মানুষের মাথা পিছু বার্ষিক আয় এখন মাত্র ৩৩০ টাকা। যদিচ পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমোহন ধাড়িয়ার মতে, যে ব্যক্তির মাসিক আয় ৪০ টাকা এবং যে পরিবারের (৩ সদস্য বিশিষ্ট) মাসিক আয় ১৬০ টাকা তারা গরীব পদবাচ্য নয়। সুতরাং মাভৈঃ গরিবী হঠবেই। এবং স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছরে আমরা সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে বগল বাজাবো। আর বাজার থেকে চাল-ডাল-তেল উধাও হলে খাবি খাবো। পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেল-গুলোয় শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটবে। মনুমেন্টের নীচে নেতারা ক্রমাগত বাণী দেবেন। এবং মহাত্মাজী 'হাফ নেকেড ফকির' হ'য়ে পদচারণা করবেন। যদিচ জানি একশো পঁচিশ বছর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি শুধু ছবি, শুধুমাত্র পাথুরে মূর্তি। আর দেওয়ালে দেওয়ালে রঙিন পোষ্টারের নামাবলী: 'ভারত মাতা কী জয়।' ছাব্বিশতম 'আজাদী অমর রহে'। এবং I do not want to live in darkness and madness. I can not continue......' না, এটা আমার বুভুক্ষু আত্মার প্রলাপ নয়—মহাত্মার উক্তি।

বাংলার হাসি মুখ

—দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগরের বুকে হাহাকার ধ্বনি
নদীর বুকেতে ক্রন্দন—
রূপসীবাংলা অরূপের মাঝে
মৃতদেহে মৃদু স্পন্দন।

হাহাকার মাঝে জন্ম আমার
জীবনে পাব কি সুখ?
দেখতে পাব কি পেট ভরে খাওয়া
বাংলার হাসি মুখ!

গ্রীণরুমে মা

—সৌরীন দাস

গেও না ওই গান
তোমার পায়ে পড়ি তুমি গান গেও না;
বিরাট বর্ষার মতো, অথচ
তুমি চোখ বুঁজে.........

থৈ থৈ তাকাও আসমুদ্র হিমাচল
কোথাও কোথাও নিয়ন আলোর পিছনে ঝুপড়িতে
—আহা নিভু নিভু কান্না, চোখ ছ্যাখা যায় না
মায়ের
মুখ;

তুমি প্রতারিতা,
তোমার পায়ের কাছে ধূপ দিয়েছি
পদ্মফুল তোমার পায়ের পাতা
তোমার বুকে দিয়েছি নদীর শোভন বিন্যাস
তোমার মাথায় ভূ-স্বর্গের মতো পাহাড় আর
ফুলের মুকুট;

তোমার গান
আমি জানি সুখের গান নয়
তোমার গান আমি শুনেছি
একা চুপে কান্নার মতো বিষাদ
ঝরছে,

গান গাও
হে আমার স্বদেশ.........
ব্যাণ্ডপার্টি আর উল্লোল শ্যাম্পেনের নেশালি
নাটক শেষ হলে
দৃশ্যান্তরে
তুমি গ্রীণরুমে সাজ বদলাও—
চোখের নীচে অতলান্ত কালি, তোমার বুক
থ্যাঁৎলানো আঙুরের মতো;

নিস্তব্ধ গান ঝরছে
চোখের পাতা ভিজিয়ে
তোমার দুঃখার্ত্ত মুখ
ছ্যাখো, আমাদের চোখে

ভালবাসার স্থির জলে ছায়া আর ছায়ার ছায়া!

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** *

ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৩য় পৃষ্ঠার পর [স্বাধীনতা ও আমরা]

হানাহানির ফলে যতগুলি মূল্যবান তরুণ-প্রাণ বিগত কয়েক বছরে হনন করা হয়েছে তার কোনোটাকেই দেশের বা দশের স্বার্থে বলি দেওয়া হয়েছে, এ কথা হলফ্ করে বলা যায় কি ? এই ছাব্বিশ বছরে বহু আগুন ঝরানো বক্তৃতা সবাই শুনেছে, বিরাট সমাবেশ মিছিল দেখেছে, শ্লোগান শুনেছে, দেয়ালের লিখন পড়েছে, আশ্বাসবাণী ও প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে, কিন্তু দেশ যেন খোঁটায় বাঁধা গরুর মত শুধু একটা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরছে। ছাব্বিশ বছরের স্বাধীনতা আমাদের কতখানি জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে, কতখানি জাতীয় চরিত্রকে সুদৃঢ় করেছে, জাতিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করেছে তার হিসাব নিকাশ করলে হতাশ হবার অবশ্যই কারণ আছে। সমাজের সর্ব্বস্তরে আশা-ভঙ্গের ভাব দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চোখ বুঁজে থাকলে বিপর্য্যয় এক সময় না এক সময় নেমে আসতে বাধ্য। শুধু সরকার নয়, শুধু রাজনৈতিক দল নয়—প্রতিটি মানুষকে তার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশের আধাআধি মানুষ ভিখিরীর পর্য্যায়ে নেমে না যায়, সমাজবিরোধী চোরা-কারবারীতে পরিণত না হয়, সর্ব্বস্তরে মেকি ও নকলে না ছেয়ে ফেলে। আমাদের সামনে এর চাইতে মহত্তর কোনো আদর্শ আজ না থাকাই শ্রেয়। জার্ম্মাণ মহাকবি গ্যেটের বাণী স্মরণ করতে বলি, "প্রত্যেকে নিজের নিজের দরজার গোড়া পরিষ্কার রাখ, সমস্ত জগৎ পরিষ্কার থাকবে।"

NOTICE

In partial modification of Tender Notice publishd through local papers, by the undersigned the following lines may please be read, the date of tender is extended upto 22. 8. 73.

The Tender will be received by the office of the undersigned upto 3 P. M. on the above date and will be opened on the same date at 4 P M. by a board.

The printing of the item will be as follows : 1/16 size of (22"×28") light blue colour century board weight 12·6. K. G. "ELIGIBLE COUPLE IDENTITY CARD." Printing on both sides. Rate should be quoted per thousand. Approximate requirement 20,0000 pcs sample of papers 1/16th size should be enclosed with the tender.

An earnest money is fixed to Rs. 200/- A security deposit of Rs. 2% over the total value of the tender to be pledged to the undersigned by the successful tenderer.

Sd/- Dr. S. Sinha
District Family Planning Officer
Murshidabad.

ছাব্বিশ বছরে

—বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

যখনই যতবার অনন্ত প্রত্যয়
আর গভীরতম ভালবাসায়
বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে চায়
তখনই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—
আমায় আকণ্ঠ গ্রাস করে :

অসংখ্য পাণ্ডুর মুখ
জীবন্ত প্রেতের চোখে
অনুক্ষণ চেয়ে থাকে—
বিবর্ণ ঠোঁটগুলো নড়ে
যেন মাটির গভীরে
উপোষী শিশুরা ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে
অথবা ঘুঘু ডাকা ক্লান্ত দুপুরে
মস্তিষ্ক অবশ হয়—
কে যেন কারা যেন ফিসফিসিয়ে বলে,
'চেয়ে ছাখ ওই তোর মা
নদীর গহীনে ভেসে যায়' :
ছাব্বিশটা বছর পেরিয়ে এসেও
বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে থমকে যাই
কেন না নোনা জলে জমাট অন্ধকারে
এতটুকু বিশুদ্ধ বাতাস পাইনে কোথাও।

পনেরই আগষ্ট '৭৩

—কৌটিল্য

উনিশ শো সাতচল্লিশের সকালে,
দেখলাম স্বাধীনতার পবিত্র সূর্য্যকে,
দু'হাত তুলে প্রণাম জানালাম।

ভারতের কর্ণধার কণ্ঠের উদাত্ত ঘোষণা—
"কালোবাজারীকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে
নিকটবর্ত্তী লাইট-পোষ্টে।"
ভোল পালটিয়ে তারা হল দেশ সেবক,
আমরা জয়ধ্বনি দিলাম তাদের।
জমা হ'লো জঞ্জাল প্রগতির গতিপথে।

তিয়াত্তরের পনেরই আগষ্টে
চোখে অন্ধকার দেখছি।
বাস্তু ঘুঘুদের ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
সাতচল্লিশের প্রভাত রশ্মি
কোন্ গহন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।
ঘন তমিস্রায় তবু চেয়ে আছি—
রক্তিম হয়ে উঠবে না কি
পূর্ব উদয় গগন ?

স্বাধীনতা ! তোমার—আমার

—তাপস রায়

অমিত চৌধুরীর চোখে ব্যথার কাজল আর দৃষ্টিতে আগুন দেখেই এই পরিক্রমা শুরু হয়েছে। ও বলেছে 'আজ আট বছর ধরে আমি বেকার। বিধবা মায়ের কায়ক্লেশে উপার্জিত অর্থের আমরা পাঁচজন জোয়ান মর্দ ভাগীদার। দুটি হাত থেকেও আমি অক্ষম। এ স্বাধীনতা আমায় লজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাও দেয়নি।'

জঙ্গীপুর অঞ্চলে স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছরের স্বাদ উপলব্ধির পরিক্রমায় আমার দ্বিতীয় সাথী শ্রীঅনিল ঠাকুর। পেশায় ক্ষৌরকার। বললে 'মজুরী বাড়েনি অথচ অন্যান্য সব জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। দেশের কথা ভাবতে ভুলে গেছি। ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নটাই বড়।' একই জায়গায় দেখা শ্রীশম্ভু দাসের সঙ্গে। অল্প মাইনের সরকারী কর্মচারী। তাঁর ভাষায় 'সমস্ত পরি-কল্পনায় বাদ দিয়েছি। এমন কি জীবনধারণের পরিকল্পনাও। আমরা না থাকলেই বোধ হয় স্বাধীনতার স্বার্থ রক্ষা হবে।' পরিক্রমা করছি শুনে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পার্থসারথি ব্রহ্ম এসে তার অভিমত জানাল—'সমাজে শোষণ মুক্তি না এলে কি স্বাধীন হওয়া সম্ভব ? আমরা আন্দোলন করছি। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার ইতিহাস আমরা পড়েছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা অত্যন্ত নির্মমভাবে পরাধীন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের ঘরে স্বাধীনতা দিবস উৎসব অনুষ্ঠান করার জন্য দুই দল ছাত্রের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্যের সামনে ছাত্র হত্যা হল। আমাদের ঘরের ছেলেদের দিয়ে হাতীর লড়াই লাগিয়ে ওরা গদী দখল রাখতে চায়। এটাই কি স্বাধীনতা !' নদী পার হয়ে কলেজ যাওয়ার পথে নৌকার মাঝি 'নাথু' তার অভিমত জানাল। এগার ক্লাস পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছিল বাবার অসুস্থতার জন্য। মাঝির ছেলে মাঝি হয়েছে, এ জন্য তার এতটুকু দুঃখ নেই। বললে 'স্কুল আমার প্রাণ ছিল, কিন্তু এখন তাকে আমায় জোর করে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। এই তো আমার স্বাধীনতা।' অত্যন্ত মর্মান্তিক আঘাত পেলেও পরিক্রমার কাজ শেষ করার জন্য ছুটলাম কলেজ অধ্যক্ষের কাছে। কারণ 'নাথু'র কথা আমায় প্রকাশ করতেই হবে। অধ্যক্ষ মহাশয়, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। লিখিত ভাষায় জানালেন, 'স্বাধীনোত্তর কালে শিক্ষার বহুমুখীপ্রসার ও গবেষণামূলক শিক্ষার মান উন্নীত হলেও, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর মান অনেক নীচে নেমে গেছে। শিক্ষক মশায়দের প্রভাব কমে গেছে, রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, আমি আশাবাদী। দুর্দিন কেটে যাবে।' ঐ কলেজের কর্মচারী শ্রীপার্ব্বতীপ্রসাদ রায় জানালেন, 'অর্থ-নৈতিক

অস্থিরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কিছুই ভাবতে পারি না।' বাড়ী ফিরতে হল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা সারবার জন্য। কিছু খাবার নষ্ট করাতে মায়ের তিরস্কার জুটল কপালে 'বাজারে কোন জিনিস কিনবার উপায় নেই। নিয়ন্ত্রিত টাকায় মাসের বাজার। তোদের একটু কষ্টও হয় না।' বল্লাম, 'সাময়িক দর বৃদ্ধি বোধ হয়। স্বাধীন দেশের মহিলা তোমরা, একটু সহ্য তো করতেই হবে।' কিছুক্ষণ উদাসীন থেকে, ধীরে ধীরে মা জবাব দিলেন, 'যে দেশে মেয়ে মানুষের জন্ম হয় হেঁসেলে দাসীবৃত্তি করার জন্য; তাদের স্বাধীনতার উপদেশ শোনাতে তোদের লজ্জায় মিশে যাওয়া উচিত।' কথা বাড়াতে না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ অনন্ত চন্দ্রের উদ্দেশে। উদ্দেশ্য জানাতেই বললেন লেখ, 'স্বাধীনতার অন্যতম সর্ত্ত দেশের নাগরিকদের সুচিকিৎসা পাওয়ার অধিকার। লজ্জার কথা আজ ছাব্বিশ বছরেও তা পাওয়া যায়নি। ওষুধের দাম নাগালের বাইরে। চিকিৎসকের অভাব। শাসকশ্রেণীর সন্ত্রাসে আমরাও জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করি।'

পথ চলতে দৃষ্টি পড়ল বীরেন্দ্র সাধুর দিকে। হতাশায় শুকনো মুখে আকর্ষণ সৃষ্টি করে বসেছিলেন, ছোট্ট মনোহারী দোকান 'আকর্ষণী'তে। তাঁর মতে 'সমাজের সমস্ত অংশে দুর্নীতি। এই নোংরা সড়ানোর লোক দেখা যাচ্ছে না। কিংবা এভাবে দেশের স্বাধীনতা পাওয়াই বোধ হয় ঠিক হয়নি।'

সি, পি, এম নেতা, শ্রীপার্থ সারথি নাথের ভাষায়, 'সাম্রাজ্যবাদ নেই। তবে তার অনুপ্রবেশ আছে। তারাই দেশের শাসন ক্ষমতায়। স্বাধীনতা তো পরের কথা। গণতন্ত্রের পতাকা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। দরকার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের। আর তার প্রস্তুতি চলছে, প্রতিটি ঘরে ঘরে।'

কংগ্রেস নেতা, শ্রীচিত্ত মুখার্জী অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'সমস্ত ক্ষমতায় করায়ত্ত করেছে অসৎ ও অসাধু নেতারা। সৎ মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন। স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পাব কি করে? আর ঘোমটা পড়ার যুগ নেই। সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে।'

এত কথার পরেও আমার কথা না লিখলে নিজেকে পলাতক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আমার অভিমত—'আমাদের দেশে আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই স্বাধীনতা আছে। দেশে, বিদেশে তার সরব প্রচারের অন্ত নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যারাই কিনা দেশের আশীভাগ, অর্থাৎ সেই শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। বৈজ্ঞানিক পথেই সেই স্বাধীনতা আনতে হবে। সেটাই দেশপ্রেম। কয়েকটি রঙে সাজলেই এবং বিশেষ কয়েকটি দিনে, বিশেষ কয়েকটি চিৎকার করে সারা জীবন দেশের বৃহত্তর শ্রেণীর বিরোধিতা করলে, সে দেশদ্রোহী। এটা পরিষ্কারভাবে জানানোর দিন এসেছে। তাই আজ কিছুতেই 'অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন।'

বে-আইনী ফসল কাটা নিয়ে

বাহাগলপুর, ১লা আগষ্ট—সম্প্রতি ওমরাপুর অঞ্চলে জমির ফসলকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বে-আইনী ফসল কাটার ব্যাপারে কয়েকদিন পূর্ব্বে উমরাপুর গ্রামের মহঃ ওহাকে (ওরফে তালকুঁড়) কে বা কারা দোগাছি গ্রাম সংলগ্ন মাঠে মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ এ ব্যাপারে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পুনরায় গত ২৬শে জুলাই বেলা প্রায় পাঁচটা নাগাদ নিহত মহঃ ওহার বড় ভাই মামলত শেখকে কে বা কারা মারাত্মকভাবে জখম করে পালিয়ে যায়।

দুইটি নতুন হল্ট ষ্টেশন

লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

সাগরদীঘি, ১৫ই আগষ্ট—সম্প্রতি এই থানার গোঁসাইগ্রাম এবং নওপাড়াতে দুইটি হল্ট ষ্টেশন রেলমন্ত্রক মঞ্জুর করেছেন। আজিমগঞ্জ-নলহাটি লাইনে আজিমগঞ্জ এবং বারালা ষ্টেশনের মধ্যে গোঁসাইগ্রামে প্লাটফর্ম এবং গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। আগামী রেল বৎসর থেকে ষ্টেশনটি চালু হবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ গ্রামে হল্ট ষ্টেশন এবং ট্রেন থামানোর দাবীতে গ্রামবাসীরা আন্দোলন চালান।

দ্বিতীয় হল্ট ষ্টেশনটি হচ্ছে মনিগ্রাম এবং মহীপাল ষ্টেশনের মাঝে নওপাড়ায়। সেখানেও ইতিপূর্বে ষ্টেশনের দাবিতে আন্দোলন চালানো হয় এবং কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। পরে ষ্টেশনের নামকরণের প্রশ্নে কয়েকটি দলের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেশনটি মঞ্জুর করেন। গত ২৭শে জুলাই শ্রীচৌধুরীকে এই সংবাদটি জানিয়েছেন ভারত সরকারের রেল-মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীবি, এস, ডি, বালিগা 70-TGIV/I/E/II পত্রের মাধ্যমে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA J.K-96B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত